শ্রীশিবতাণ্ডবস্তোত্রম্ রাবণরচিতম্

॥ অথ রাবণকৃতশিবতাণ্ডবস্তোত্রম্ ॥

॥ শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

জটাটবীগলজ্জলপ্রবাহপাবিতস্থলে
গলেঽবলম্ব্য লম্বিতাং ভুজঙ্গতুঙ্গমালিকাম্ ।
ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্বয়ং
চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্ ॥ ১॥

জটা – জটা (শিবের জটাজুট) **অটবী** – অরণ্য / গহন বন **গলৎ** – প্রবাহিত / ঝরছে **জল** – জল **প্রবাহ** – স্রোত **পাবিত** – পবিত্র করা **স্থলে** – স্থানে
প্রবাহপাবিতস্থলে: সেই জলের প্রবাহ দ্বারা পবিত্র হওয়া স্থানে (শিবের কণ্ঠদেশ বা গ্রীবা অঞ্চল) **গলে** – গলায় **অবলম্ব্য** – ধারণ করে **লম্বিতাম্** – ঝুলন্ত
ভুজঙ্গ – সাপ **তুঙ্গ** – উচ্চ / বিশাল **মালিকাম্** – মালা

ডমড্ ডমড্ ডমড্ ডমড্ — ডমরুর ধ্বনি **নিনাদ** — গর্জনধ্বনি **বড্ডম্** — প্রবল **অর্বয়ম্** — চারদিকে বিস্তৃত **ডমড্ডমড্ডমড্ডমন্নিনাদবড্ডমর্বয়ং:** যার ডমরু থেকে অবিরাম 'ডমড্ ডমড্' ধ্বনি নির্গত হচ্ছে। **চকার:** করেছিলেন (সম্পন্ন করেছিলেন) **চণ্ড** — ভয়ংকর / প্রলয়ংকর **তাণ্ডবম্** — তাণ্ডব নৃত্য **তনোতু** — দান করুন / প্রসারিত করুন **নঃ** — আমাদের **শিবঃ** — শিব **শিবম্** — কল্যাণ / মঙ্গল

অর্থ: (ভগবান শিবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্যের বর্ণনা ভক্তদের অন্তরে পরম আনন্দ ও দিব্য শিহরণ জাগিয়ে তোলে।)

১.১ (শিব তাঁর মহান তাণ্ডব নৃত্য করছেন।)
তাঁর ঘন ও বিশাল জটাজালের অরণ্যের মতো কেশরাশি থেকে পবিত্র গঙ্গাজল প্রবাহিত হয়ে নিচে ঝরে পড়ছে এবং ভূমিকে পবিত্র করে তুলছে। সেই পবিত্র ভূমির উপর দাঁড়িয়েই শিব তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য করছেন।

১.২ তাঁর গলায় ঝুলে আছে উচ্চ ও বিশাল সাপেরা, যেগুলি তাঁর কণ্ঠকে অলংকৃত করে রাজকীয় মালার মতো শোভা পাচ্ছে।

১.৩ তাঁর ডমরু অবিরাম ধ্বনি তুলছে — "ডমদ্ ডমদ্ ডমদ্ ডমদ্"— এবং সেই ধ্বনি চারদিকের আকাশমণ্ডল পূর্ণ করে দিচ্ছে।

১.৪ এইরূপ প্রবল আবেগ ও তেজে ভরপুর তাণ্ডব নৃত্য শিব সম্পাদন করেছেন। হে প্রভু শিব, কৃপা করে আপনার **সেই কল্যাণময় তাণ্ডব নৃত্যের শক্তি আমাদের অন্তরেও প্রসারিত করুন।**

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী
বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্ধনি ।

ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্ললাটপট্টপাবকে

কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম ॥ ২॥

জটা – জটা **কটাহ** – পাত্র / গভীর আধার **জটাকটাহ:** জটারূপ বিশাল গহ্বর বা কড়াই। **সম্ভ্রম** – প্রবল বেগ **ভ্রমৎ** – ঘুরছে / আন্দোলিত হচ্ছে **সম্ভ্রমভ্রমন্:** সবেগে বা আবর্তিত হয়ে ঘুরছে এমন। **নিলিম্প** – দেবতা **নির্ঝরী** – নদী / ঝরনা (গঙ্গা) **নিলিম্পনির্ঝরী:** দেবনদী (গঙ্গা)।

বিলোল – দুলতে থাকা **বীচি** – তরঙ্গ **বল্লরী** – লতা **বিলোলবীচিবল্লরী:** চঞ্চল বা আন্দোলিত লতার মতো ঢেউসমূহ। **বিরাজমান** – শোভিত **মূর্ধনি** – মস্তকে **বিরাজমানমূর্ধনি:** (যাঁর) মস্তকে বিরাজ করছে।

ধগৎ ধগৎ – ধগধগে শব্দ **ধগজ্জ্বলৎ** – – দাউ দাউ করে জ্বলা / প্রবলভাবে জ্বলমান **ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলল্:** 'ধগধগ' শব্দ করে দাউ দাউ করে জ্বলছে।
ললাট – কপাল **পট্ট** – পৃষ্ঠ / স্থান **পাবকে** – অগ্নি **ললাটপট্টপাবকে:** কপালের উপরিভাগে থাকা অগ্নি (তৃতীয় নেত্র)।

কিশোরচন্দ্রশেখরে: যাঁর শিখরদেশে বা মস্তকে শিশুচন্দ্র (বালচন্দ্র বা অর্্ধচন্দ্র) শোভিত। **রতিঃ** – আসক্তি / প্রেম **প্রতিক্ষণম্** – প্রতি মুহূর্তে **মম** – আমার

২.১ (শিব তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য করছেন।) তাঁর বিশাল ও জটাবদ্ধ কেশরাশি যেন এক বিরাট ঘূর্ণায়মান কড়াইয়ের মতো আবর্তিত হচ্ছে; আর সেই আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেবী গঙ্গা, মহাপবিত্র নদীর অধিষ্ঠাত্রী, প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হচ্ছেন।

২.২ তাঁর জটাজালের কেশসূত্রগুলি **যেন বিশাল লতার মতো, যেগুলি আবার সমুদ্রের বৃহৎ তরঙ্গের ন্যায় দুলে দুলে উঠছে।** তাঁর ললাট অতি উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

২.৩ সেই বিশাল ললাটের উপর জ্বলছে এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা, যা "ধগদ্ ধগদ্ ধগদ্" ধ্বনিতে দীপ্ত হয়ে উঠছে – এটি তাঁর তৃতীয় নয়নের অগ্নিতেজেরই প্রকাশ।

২.৪ আর তাঁর মস্তকের শীর্ষে শোভা পাচ্ছে এক কিশোর চন্দ্রকলার কোমল জ্যোতি।

হে প্রভু শিব, আপনার এই মহাতাণ্ডব নৃত্য প্রতি মুহূর্তে আমার অন্তরে আনন্দের প্রবল জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে।

ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীবিলাসবন্ধুবন্ধুর

স্ফুরদ্দিগন্তসন্ততিপ্রমোদমানমানসে ।

কৃপাকটাক্ষধোরণীনিরুদ্ধদুর্ধরাপদি

ক্বচিদ্দিগম্বরে মনো বিনোদমেতু বস্তুনি ॥ ৩॥

ধরাধর – পর্বত **ইন্দ্র** – রাজা **নন্দিনী** – কন্যা (পার্বতী) **ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী:** পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা (পার্বতী)। **বিলাস** – ক্রীড়া / আনন্দ **বন্ধু** – প্রিয় / সহচর **বন্ধুর** – অত্যন্ত প্রিয় **বিলাসবন্ধুবন্ধুর:** (যিনি পার্বতীর) বিলাস বা ক্রীড়ার সঙ্গী হওয়ায় অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম।

স্ফুরৎ – উদ্ভাসিত / প্রস্ফুটিত **দিগন্ত** – দিগন্তসমূহ **সন্ততি** – ধারাবাহিক বিস্তার **প্রমোদমান** – আনন্দে পরিপূর্ণ **মানসে** – মনে

কৃপা — করুণা **কটাক্ষ** — দৃষ্টিপাত **ধোরণী** — ধারণকারী শক্তি **কৃপাকটাক্ষধোরণী:** করুণাপূর্ণ কটাক্ষের বা দৃষ্টিপাতের অবিরাম ধারা। **নিরুদ্ধ** — রোধ করা বা থামিয়ে দেওয়া। **দুর্ধরা** — অত্যন্ত কঠিন **আপদি** — বিপদে

ক্বচিত্ — কোনো এক সময় **দিগম্বর** — আকাশই যাঁর বস্ত্র (শিব) **মনঃ** — মন (Sometimes [in the Mind of the] Digambara) **বিনোদম্** — আনন্দ **এতু** — লাভ করুক / প্রাপ্ত হোক **বস্তুনি** — বস্তুতে / তত্ত্বে (শিবতত্ত্বে)

৩.১ (শিব তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য করছেন।) এবার তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সুন্দরী দিব্য জননী — পৃথিবীর ধারিণী, পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা দেবী পার্বতী। তিনি সর্বদা শিবের সহচরী, তাঁর নানাবিধ দিব্য লীলায় চিরসঙ্গিনী।

৩.২ এই তাণ্ডবের প্রবল শক্তিতে সমগ্র দিগন্ত কেঁপে উঠছে, আর তাণ্ডবের সেই সূক্ষ্ম তরঙ্গসমূহ প্রবেশ করছে মনের গভীরে, এবং সেখানে সীমাহীন আনন্দের তরঙ্গ জাগিয়ে তুলছে।

৩.৩ সেই শিব — যাঁর করুণাময় পার্শ্বদৃষ্টির প্রবাহই অদমনীয় বিপদ ও দুর্যোগকেও সংযত করতে সক্ষম।

৩.৪ আর যিনি দিগম্বর — অর্থাৎ আকাশই যাঁর বস্ত্র, যা তাঁর সম্পূর্ণ মুক্তি ও নিষ্কাম অবস্থার প্রতীক। **কখনও কখনও তাঁর চিত্তে দিব্য লীলা প্রকাশের ইচ্ছা জাগে** — আর সেই ইচ্ছারই প্রকাশ এই মহাতাণ্ডব নৃত্য।

— সেই দিগম্বর পরম তত্ত্বে (শিবে) আমার মন যেন বিনোদ বা আনন্দ লাভ করে।

জটাভুজঙ্গপিঙ্গলস্ফুরৎফণামণিপ্রভা
কদম্বকুঙ্কুমদ্রবপ্রলিপ্তদিগ্বধূমুখে ।
মদান্ধসিন্ধুরস্ফুরত্ত্বগুত্তরীয়মেদুরে
মনো বিনোদমদ্ভুতং বিভর্তু ভূতভর্তরি ॥ ৪॥

জটাভুজঙ্গ: জটাজালের মধ্যে থাকা সাপ। **পিঙ্গল** – হলদে / তামাটে **স্ফুরৎ** – ঝলমল করছে **ফণা** – সাপের ফণা **মণি** – রত্ন **প্রভা** – দীপ্তি / আভা

কদম্ব – কদম্ব ফুল **কুঙ্কুম** – সিঁদুর / কেশর **দ্রব** – তরল **প্রলিপ্ত** – লেপিত **দিক্** – দিকসমূহ **বধূ** – ___ **মুখে** – মুখে **দিগ্বধূমুখে:** দিক্‌রূপী রমণীদের মুখমন্ডলে (অর্থাৎ সাপের মণির আলোয় দশদিক লালচে আভায় আলোকিত হয়েছে)।

মদান্ধসিন্ধুর: মদোন্মত্ত হাতি **স্ফুরৎ** — উজ্জ্বল / আন্দোলিত **ত্বক্** — চামড়া **উত্তরীয়** — গায়ে জড়ানো বসন **মেদুরে** — স্নিগ্ধ / শোভিত (**মদ:** মত্ততা **অন্ধ**: অন্ধ বা জ্ঞানশূন্য **সিন্ধুর**: হাতি বা হস্তী।)

মনো: (আমার) মন। **বিনোদমদ্ভুতং:** অদ্ভুত আনন্দ বা পরম সুখ। **বিভর্তু:** ধারণ করুক বা লাভ করুক। **ভূতভর্তরি:** ভূতনাথ বা সকল প্রাণীর পালনকর্তা শিবে।

৪.১ (শিব তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য করছেন।) তাঁর জটাবদ্ধ কেশরাশিতে থাকা লালচে-বাদামি **সাপেরা ফণা তুলে** আন্দোলিত হচ্ছে; সেই আন্দোলনের সঙ্গে **তাদের উত্থিত ফণায় শোভিত লাল মুক্তার দীপ্তি** –

৪.২ একত্রে যেন দিকমণ্ডলকে (অর্থাৎ আকাশকে) **তরল কুমকুম** বা কেশরের **রসে রঞ্জিত করে দিচ্ছে।** ফলে স**মগ্র আকাশ যেন নববধূর বিশাল মুখমণ্ডলের মতো রক্তিম আভায়** সুশোভিত হয়ে উঠছে।

৪.৩ তাঁর ঊর্ধ্ববস্ত্র বাতাসে উড়ছে এবং দুলছে – মত্ত হস্তীর পুরু চর্মখণ্ডের মতো প্রবল কম্পনে আন্দোলিত হচ্ছে।

৪.৪ এই দিব্য লীলায় আমার মন এক অপূর্ব শিহরণ অনুভব করছে;
সমস্ত জীবের ধারক ভগবান শিবের দ্বারাই যেন আমার চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট ও বহমান হয়ে চলেছে।

- যিনি তাঁর সহধর্মিণী দেবীর সঙ্গে বিরাজমান, **যাঁর মুখমণ্ডল গলে পড়া লাল কেশর ও কুমকুমে সুশোভিত,** সেই রক্তিম আভায় যাঁর রূপ আরও দীপ্ত হয়ে ওঠে।

- যিনি নিজের কাঁধে ধারণ করেছেন **উন্মত্ত ও ভীষণ হস্তীর চর্ম,** যে হস্তী ছিল **অন্ধের মতো উগ্রতায় মত্ত।**

সহস্রলোচনপ্রভৃত্যশেষলেখশেখর
প্রসূনধূলিধোরণী বিধূসরাঙ্ঘ্রিপীঠভূঃ ।
ভুজঙ্গরাজমালয়া নিবদ্ধজাটজূটক
শ্রিয়ৈ চিরায় জায়তাং চকোরবন্ধুশেখরঃ ॥ ৫॥

সহস্রলোচন: সহস্র লোচন বা হাজার চোখ যার (দেবরাজ ইন্দ্র)। **প্রভৃতি**: আদি বা ইত্যাদি। **অশেষ** – অসংখ্য **লেখ** – দেবগণ **শেখর** – শিরোভূষণ / মুকুটধারী **অশেষলেখশেখর**: সমস্ত দেবতাদের মস্তক বা মুকুট (যা শিবের চরণে নত হয়েছে)। **প্রসূন** – ফুল **ধূলি** – পরাগরেণু **ধোরণী** – ধারণকারী **বিধূসর** – ধূসরিত **অঙ্ঘ্রি** – চরণ **পীঠ** – ভিত্তি **ভূঃ** – ভূমি **প্রসূনধূলিধোরণী:** (দেবতাদের মুকুটের) ফুলের ঝরে পড়া রেণু বা পরাগের ধারা। **বিধূসরাঙ্ঘ্রিপীঠভূঃ:** যাঁর পাদপীঠ বা চরণভূমি সেই পরাগের দ্বারা ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে।

ভুজঙ্গরাজমালয়া: সর্পরাজ বা শ্রেষ্ঠ সাপের মালা দিয়ে। **নিবদ্ধজাটজূটক**: যাঁর জটাজুট বা জটার রাশি বাঁধা রয়েছে। (**নিবদ্ধ** – বাঁধা) **শ্রিয়ৈ**: সম্পদ, শ্রী বা মঙ্গলের জন্য। **চিরায়**: চিরকালের জন্য। **জায়তাং**: উৎপন্ন হোক বা করুন। **চকোরবন্ধুশেখরঃ:** চকোর পাখির বন্ধু (চাঁদ) যাঁর শেখরে বা মস্তকে রয়েছে (চন্দ্রশেখর শিব)।

যাঁর পাদপীঠ সদা অলংকৃত ইন্দ্রসহ অন্যান্য দেবতাদের নত মস্তক থেকে
অবিরাম ঝরে পড়া পুষ্পধূলিতে – যাঁর জটাবদ্ধ কেশরাশি
নাগরাজের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ — এবং যাঁর মস্তকের শীর্ষে শোভিত কিশোর চন্দ্রকলার কোমল জ্যোতি, যিনি চক্রাক (চকোর) পাখিদের প্রিয় বন্ধু (কারণ তারা চন্দ্রালোকে জীবনধারণ করে) — সেই ভগবান শিব আমার উপর চিরকাল সমৃদ্ধি, কল্যাণ ও মঙ্গল বর্ষণ করুন।

৫.১ সহস্রলোচন–অর্থাৎ সহস্রনয়নধারী ইন্দ্রদেব–এবং অন্যান্য দেবতাগণ অগণিত মস্তকের এক অন্তহীন সারিতে অবস্থান করছেন।

৫.২ তাঁরা সকলেই আশীর্বাদপ্রাপ্ত হচ্ছেন
তাঁর নৃত্যরত চরণযুগল থেকে নিরন্তর উত্থিত ধূলিকণার দ্বারা – যে চরণসমূহ মহাপৃথিবীর উপর নৃত্য করতে করতে নিজেরাই ধূলির বর্ণ ধারণ করেছে।

৫.৩ তাঁর জটাবদ্ধ কেশরাশি সুশোভিত হয়ে রয়েছে নাগরাজের অলংকারস্বরূপ মালায় আবদ্ধ হয়ে।

৫.৪ আর তাঁর মস্তকের শীর্ষে শোভিত দীপ্তিমান চন্দ্র– যিনি চক্রাক (চকোর) পাখিদের প্রিয় বন্ধু (কারণ তারা চন্দ্রকিরণ পান করে বাঁচে)– সেই চন্দ্র শ্রী-এর গভীর সৌন্দর্য ও কল্যাণময় দীপ্তি বিকিরণ করছে।

ললাটচত্বরজ্বলদ্ধনঞ্জয়স্ফুলিঙ্গভা নিপীতপঞ্চসায়কং নমন্নিলিম্পনায়কম্ ।

সুধাময়ূখলেখয়া বিরাজমানশেখরং

মহাকপালিসম্পদেশিরোজটালমস্তু নঃ ॥ ৬॥

ললাট – কপাল **চত্বর** – মধ্যভাগ / স্থান **ললাটচত্বর:** কপালের ললাটদেশে। **জ্বলৎ** – জ্বলমান **ধনঞ্জয়** – অগ্নি **স্ফুলিঙ্গভা:** স্ফুলিঙ্গ বা আগুনের শিখার আভা। **ভা** – দীপ্তি

নিপীত – গ্রাস করা / দগ্ধ করা **পঞ্চ** – পাঁচ **সায়ক** – কামদেবের শর (ইন্দ্রিয়বিষয়) **নিপীতপঞ্চসায়কং:** যিনি কামদেবকে (পঞ্চশায়ক বা পাঁচ তীরের অধিকারী) গ্রাস বা ভস্মীভূত করেছেন। **নমৎ** — প্রণত **নিলিম্প** — দেবতা **নায়কম্** — অধিপতি **নমন্নিলিম্পনায়কম্:** দেবরাজ বা দেবগণ যাঁকে প্রণাম করছেন।

সুধা — অমৃত **ময়ূখ** — কিরণ **লেখয়া** — রেখা দ্বারা **সুধাময়ূখলেখয়া:** সুধা বা অমৃতবর্ষী কিরণযুক্ত চন্দ্রকলা দ্বারা। **বিরাজমানশেখরং:** যাঁর মস্তক বা শিখরদেশ শোভিত।

মহাকপালি: মহাকপালধারী বা মহাদেব। **সম্পদে:** সম্পদ বা সিদ্ধির জন্য। **শিরঃ** — মস্তক **জটা** — জটা **আলম্** — অলংকৃত **অস্তু** — হোক **নঃ** — আমাদের

১ (শিব তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য করছেন।) তাঁর ললাটদেশে জ্বলছে অগ্নির এক দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ, যা চারদিকে তার তেজ ও জ্যোতি বিস্তার করছে — **এটি তাঁর তৃতীয় নয়নের অগ্নিশক্তিরই প্রকাশ।**

৬.২ সেই অগ্নি কামদেবের পঞ্চশরকে গ্রাস করেছিল এবং **কামদেবদের অধিপতিকেও নতশির হতে বাধ্য করেছিল।**

৬.৩ তাঁর মস্তকের শীর্ষে দীপ্ত হয়ে রয়েছে অমৃতকিরণ-বিক্ষিপ্ত কিশোর চন্দ্রকলার কোমল আভা।

৬.৪ সেই মহাকপালী শিবের **জটাজালের মধ্যে নিহিত মহাসম্পদের একাংশ যেন আমরাও লাভ করতে পারি** — এই প্রার্থনাই নিবেদন করি।

করালভালপট্টিকাধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলদ্ধনঞ্জয়াহুতীকৃতপ্রচণ্ডপঞ্চ সায়কে ।

ধরাধরেন্দ্রনন্দিনীকুচাগ্রচিত্রপত্রক প্রকল্পনৈকশিল্পিনি ত্রিলোচনে রতির্মম ॥ ৭॥

করাল – ভয়ংকর **ভাল** – কপাল **পট্টিকা** – কপালের স্থান **করালভালপট্টিকা:** ভীষণ বা ভয়ানক ললাটফলক **ধগদ্ধগদ্ধগজ্জ্বলদ্ধনঞ্জয়:** 'ধগধগ' শব্দে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন (তৃতীয় নেত্রের অগ্নি)। **আহুতীকৃত:** আহুতি প্রদান করা হয়েছে বা ভস্মীভূত করা হয়েছে এমন। **প্রচণ্ডপঞ্চসায়কে:** প্রচণ্ড শক্তিশালী পঞ্চশায়ক বা কামদেবকে (যিনি সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়েছেন)। **ধরাধরেন্দ্রনন্দিনী:** পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা (পার্বতী)। **কুচ** — স্তন **অগ্র** — অগ্রভাগ **চিত্র** — সুন্দর নকশা **পত্রক** — লতা / অলংকার **কুচাগ্রচিত্রপত্রক:** (পার্বতীর) বক্ষদেশে বা স্তনাগ্রে বিচিত্র পত্রাবলী বা আলপনা অঙ্কনে। **প্রকল্পন** — রচনা **এক** — একমাত্র **শিল্পিনি** — শিল্পী **প্রকল্পনৈকশিল্পিনি:** যিনি একমাত্র বা অদ্বিতীয় শিল্পী (সৃজনকারী)। **ত্রি-লোচনে** — ত্রিনয়ন শিবে **রতিঃ** — প্রেম / আসক্তি **রতিঃ** — প্রেম / আসক্তি **মম** — আমার

৭.১ (শিব তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য করছেন।) তাঁর ভয়ংকর ললাটদেশে প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে অগ্নি – "ধগদ্ ধগদ্ ধগদ্ ধগদ্" ধ্বনিতে গর্জন করতে করতে–

৭.২ সেই ভয়াল অগ্নিই পঞ্চশরধারী পরাক্রমশালী কামদেবকে যজ্ঞবৎ দগ্ধ করেছিল (অর্থাৎ কামদেবকে ভস্মীভূত করেছিল)।

৭.৩ তাঁর **মহাতাণ্ডব নৃত্যের চরণচিহ্নসমূহ পৃথিবীর বক্ষে নানাবিধ চিত্র অঙ্কন করে চলেছে** – যা সৃষ্টিরই প্রতীক। এই পৃথিবী আবার **পর্বতকন্যা দেবী পার্বতীরই এক অংশ।**

৭.৪ শক্তিসহ তিনি একমাত্র মহাশিল্পী, যিনি সৃষ্টি করেন। ত্রিনয়ন শিবের এই তাণ্ডব নৃত্যে – আমার মন অপরিসীম আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠছে।

নবীনমেঘমণ্ডলী নিরুদ্ধদুর্ধরস্ফুরৎ কুহূনিশীথিনীতমঃ
প্রবন্ধবদ্ধকন্ধরঃ ।
নিলিম্পনির্ঝরীধরস্তনোতু কৃত্তিসিন্ধুরঃ
কলানিধানবন্ধুরঃ শ্রিয়ং জগদ্ধুরন্ধরঃ ॥ ৮॥

নবীনমেঘমণ্ডলী: নতুন বা সতেজ মেঘের সমূহ (**ঘন কালো মেঘ**)। **নিরুদ্ধদুর্ধরস্ফুরৎ:** যা রোধ করা বা ভেদ করা কঠিন, এমন ঘনীভূত স্ফুরণ (**উজ্জ্বল**)। (**নিরুদ্ধ** - রুদ্ধ, আটকে থাকা, বা ঘনীভূত। **দুর্ধর** - যা ধারণ করা কঠিন। **স্ফুরৎ** - যা স্ফুরিত হচ্ছে, কাঁপছে, বা দীপ্তি পাচ্ছে।)

কুহূনিশীথিনীতমঃ: অমাবস্যার ঘোর নিশীথ বা মধ্যরাত্রির অন্ধকার। (**কুহূ** — অমাবস্যা **তমঃ** — অন্ধকার) **প্রবন্ধ** — দৃঢ়ভাবে **বদ্ধ** — বাঁধা **কন্ধরঃ** — গলা / কণ্ঠ
প্রবন্ধবদ্ধকন্ধরঃ: (সেই অন্ধকারের মতো কালিমায়) যাঁর কণ্ঠদেশ বা গ্রীবা খুব শক্ত করে আবদ্ধ বা রঞ্জিত (যাঁর কণ্ঠে (বিষের) ঘন অন্ধকাররাশি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ বা জড়িয়ে আছে।)

নিলিম্পনির্ঝরীধর: যিনি দেবনদী গঙ্গা ধারণ করেছেন। (**নিলিম্প** — দেবতা **নির্ঝরী** — গঙ্গা **ধরঃ** — ধারণকারী) **তনোতু** — বিস্তার করুন বা প্রদান করুন। **কৃত্তিসিন্ধুরঃ:** যিনি সিন্ধুর বা হাতির চামড়া পরিধান করেন। (**কৃত্তি** — ব্যাঘ্রচর্ম **সিন্ধুরঃ** — সমুদ্রসম বিস্তৃত)

কলানিধানবন্ধুরঃ: যিনি কলানিধি বা চন্দ্রকলা (চাঁদ) দ্বারা মনোহর বা শোভিত। (**নিধান** — ভাণ্ডার **বন্ধুর** - মনোহর, সুন্দর, বা শোভাময়।) **শ্রিয়ং:** শ্রী, ঐশ্বর্য বা মঙ্গল।
জগদ্ধুরন্ধরঃ: জগতকে ধারণকারী বা জগতের ভার বহনকারী (মহাদেব)।

৮.১ (শিব তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য করছেন।) এই মহাতাণ্ডবের প্রবল স্পন্দন ও কম্পনে অদমনীয় (যাকে থামানো যায় না) নবমেঘের ঘূর্ণায়মান গোলকও সংযত ও স্থবির হয়ে পড়েছে।

(**যাঁর কণ্ঠদেশ নতুন মেঘমালার মতো ঘন এবং অমাবস্যার নিশীর মতো গাঢ় অন্ধকারে (বিষের কালিমায়) নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হয়ে দীপ্তি পাচ্ছে**)

৮.২ আর অমাবস্যার রাত্রির গভীর অন্ধকারকে – তিনি নিজের কণ্ঠে আবদ্ধ করে ধারণ করেছেন।

৮.৩ হে গঙ্গাধারী, হে গজচর্ম পরিধানকারী ভগবান, এই মহাতাণ্ডবের সঙ্গে যুক্ত–

৮.৪ শ্রী – অর্থাৎ পরম কল্যাণ, মঙ্গল ও সৌভাগ্য – আমাদের মধ্যেও প্রসারিত করুন। হে চন্দ্রকলাধারী, হে বিশ্বধারক শিব, এই মহাতাণ্ডবের কল্যাণময় শ্রী আমাদের উপর বর্ষণ করুন।

প্রফুল্লনীলপঙ্কজপ্রপঞ্চকালিমপ্রভা
বলম্বিকণ্ঠকন্দলীরুচিপ্রবদ্ধকন্ধরম্ ।

স্মরচ্ছিদং পুরচ্ছিদং ভবচ্ছিদং মখচ্ছিদং
গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদং তমন্তকচ্ছিদং ভজে ॥ ৯॥

প্রফুল্লনীলপঙ্কজপ্রপঞ্চকালিমপ্রভা: প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের সমূহের মতো কালিমাময় বা ঘন নীল আভা (যাঁর কণ্ঠে বিষের দাগ হিসেবে বিরাজমান)। (**প্রফুল্ল** – সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত **পঙ্কজ** — পদ্ম **প্রপঞ্চ** — বিস্তার **কালিম** — গাঢ়তা / কৃষ্ণাভ আভা **প্রভা** — দীপ্তি) **অবলম্বিকণ্ঠকন্দলী**: গলার বা কণ্ঠনালীর সঙ্গে মিশে থাকা বা আশ্রিত (বিষের দাগ)। (**অবলম্বি** – যা অবলম্বন করে আছে, ঝুলে আছে, বা আশ্রিত হয়ে আছে **কন্দলী** – গুচ্ছ / সমষ্টি / এখানে শিবের **সুন্দর গলাটিকে (কণ্ঠ)** একটি **'কন্দলী'** (মসৃণ ফুলের ডাঁটা বা লতা)-র সাথে তুলনা করা হয়েছে।)

রুচিপ্রবদ্ধকন্ধরম্: সেই (নীল) আভায় বা দ্যুতিতে যাঁর কণ্ঠদেশ সুন্দরভাবে রঞ্জিত বা আবদ্ধ হয়ে আছে। (**রুচি** – শোভা **প্রবদ্ধ** – আবদ্ধ / সংযুক্ত **কন্ধরম্** – কণ্ঠদেশ)

স্মরচ্ছিদং: যিনি কামদেবকে (স্মর) বিনাশ করেছেন। **পুরচ্ছিদং**: যিনি ত্রিপুরাসুরকে (ত্রিপুর) বিনাশ করেছেন। **ভবচ্ছিদং**: যিনি ভববন্ধন বা সংসার-যন্ত্রণা বিনাশ করেন। **মখচ্ছিদং**: যিনি (দক্ষ) যজ্ঞ (মখ) বিনাশ করেছিলেন। **গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদং (গজচ্ছিদ + অন্ধকচ্ছিদ)**: যিনি গজাসুরকে এবং অন্ধকাসুরকে বধ করেছেন। **তমন্তকচ্ছিদং (তম্ + অন্তকচ্ছিদং)**: সেই যমন্তক বা যমরাজকে দমনকারী শিবকে। **ভজে**: আমি ভজনা বা পূজা করি।

৯.১ (শিব তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য করছেন।) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কৃষ্ণ দীপ্তি – (যা সমুদ্র মন্থনের সময় তিনি যে হালাহল বিষ পান করেছিলেন তারই প্রতীক) – নীল পদ্মফুলের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

৯.২ সেই বিষ তাঁর কণ্ঠদেশে এক অলংকারের মতো অবস্থান করছে, যা তিনি নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তিতেই সংযত ও ধারণ করে রেখেছেন।

৯.৩ আমি পূজা করি স্মরসংহারীকে (অর্থাৎ কামদেবনাশক শিবকে), আমি পূজা করি ত্রিপুরাসুর বিনাশকারীকে, আমি পূজা করি সংসারমোহ বিনাশকারীকে, আমি পূজা করি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকারীকে।

৯.৪ আমি পূজা করি গজাসুর বিনাশকারীকে, আমি পূজা করি দানব অন্ধকাসুর সংহারকারীকে, এবং আমি পূজা করি যমকে সংযতকারীকে –
আমি পূজা করি আমার প্রভু ভগবান শিবকে।

অখর্ব (অগর্ব) সর্বমঙ্গলাকলাকদম্বমঞ্জরী

রসপ্রবাহমাধুরী বিজৃম্ভণামধুব্রতম্ ।

স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং

গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে ॥ ১০॥

অখর্ব – অশেষ / সীমাহীন **সর্ব** – সমস্ত **মঙ্গলা** – কল্যাণময় **কলা** – গুণ / শক্তি **কদম্ব** – গুচ্ছ **মঞ্জরী** – পুষ্পমঞ্জরী

রসপ্রবাহমাধুরী (রস-প্রবাহ-মাধুরী): (সেই মঞ্জরী থেকে ক্ষরিত) আনন্দ-রস বা অমৃতধারার মাধুর্য। (**মাধুরী** — মধুরতা)

বিজৃম্ভণামধুব্রতম্ (বিজৃম্ভণা-মধুব্রতম্): সেই মাধুর্য বা আনন্দ আস্বাদনে **যিনি ভ্রমরের (মধুব্রত) মতো** চঞ্চল বা মত্ত হয়ে বিচরণ করেন। (**বিজৃম্ভণা** - প্রকাশ পাওয়া, বর্দ্ধিত হওয়া বা উল্লাসিত হওয়া।) (**মধু:** মধু বা **ব্রত:** নিয়ম বা অভ্যাস **মধুব্রত:** যার কাজই হলো মধু পান করা - **ভ্রমর বা মৌমাছি**।)

১০.১ তিনি সকলের কল্যাণের জন্য অক্ষয় মঙ্গলস্বরূপ, এবং সমস্ত কলা ও শিল্পের আদিস্রোত — যা তিনি প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছের মতো প্রকাশ করেন।

১০.২ তাঁর এই তাণ্ডব নৃত্য থেকেই কলা ও শিল্পরূপে মধুর অমৃতধারা উৎসারিত হচ্ছে — যা তাঁর মধুর ইচ্ছাশক্তিরই প্রকাশ।

আমি প্রণাম করি তাঁকেই — যিনি ভ্রমরের মতো রসাস্বাদন করেন দেবীর কলাসমূহের পুষ্পগুচ্ছ থেকে নিঃসৃত মধুর মধুরস।

জয়ত্বদভ্রবিভ্রমভ্রমদ্ভুজঙ্গমশ্বসদ্বিনির্গমৎক্রমস্ফুরৎকরাল ভালহব্যবাট্ ।

ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমি ধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল

ধ্বনিক্রমপ্রবর্তিত প্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ ॥ ১১॥

জয়ৎ – জয় হোক / বিজয়ী হোন **তৎ (Tad)** – তাঁর **ভ্রূ** – ভুরু **বিভ্রম** – দোলন, নড়াচড়া **ভ্রমৎ** – ঘূর্ণায়মান / এদিক-ওদিক চলমান

ভুজঙ্গম – সাপ **শ্বসৎ** — ফুঁসতে থাকা শ্বাসধ্বনি **বিনির্গমৎ** — চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে

ক্রমস্ফুরৎ: ক্রমান্বয়ে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা বা স্ফুরিত হওয়া।
করালভালহব্যবাট্: কপালের বা ললাটের ভয়ঙ্কর অগ্নি (তৃতীয় নেত্র)।

ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমি: 'ধিমি ধিমি' শব্দ। **ধ্বনন্মৃদঙ্গ**: বেজে ওঠা মৃদঙ্গ বা ঢাকের বাদ্য। (**ধ্বনম্** – প্রতিধ্বনি **মৃদঙ্গ** - মৃদঙ্গ / ঢোল) **তুঙ্গমঙ্গলধ্বনি**: উচ্চ এবং মঙ্গলজনক বা পবিত্র ধ্বনি (**তুঙ্গ** - প্রবল / উচ্চ)

ক্রমপ্রবর্তিত: সেই তালের ক্রমানুসারে প্রবর্তিত বা বা সম্পাদিত। **প্রচণ্ডতাণ্ডবঃ**: যিনি প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য করছেন।

১১.১ তাঁর **ভ্রূযুগল এদিক-ওদিক সঞ্চালিত হচ্ছে** – যার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে সমগ্র জগতের উপর তাঁর পরম অধিপত্য। তাঁর **দেহচালনায় কণ্ঠে আবদ্ধ সাপেরা গড়িয়ে নড়ছে এবং তারা ভীষণ উষ্ণ নিঃশ্বাসে ফোঁসফোঁস শব্দ তুলছে।**

১১.২ তাঁর ললাটের ভয়ংকর তৃতীয় নয়ন – যেন অগ্নিযজ্ঞের বেদি – ক্রমাগত স্পন্দিত হচ্ছে এবং অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করছে।

১১.৩ মৃদঙ্গ নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে– "ধিমিদ্ ধিমিদ্ ধিমিদ্ ধিমিদ্"– এই মঙ্গলময় ছন্দে।

১১.৪ আর সেই অবিরাম ছন্দের তরঙ্গেই শিব আবেগে ও তেজে ভরপুর তাঁর মহাতাণ্ডব নৃত্য সম্পাদন করছেন।

যাঁর তাণ্ডব নৃত্য, **ঢাকের প্রবল ধ্বনির ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সুরে মিশে আছে** – "ধিমিদ্ ধিমিদ্" এই গম্ভীর ও উচ্চনিনাদিত ছন্দে, যাঁর মহাললাটে প্রজ্জ্বলিত রয়েছে অগ্নিশিখা –

আর সেই অগ্নি আরও বিস্তার লাভ করছে, গৌরবময় আকাশে ঘূর্ণায়মান সর্পের উষ্ণ নিঃশ্বাসের প্রভাবে – সেই ভগবান শিবেরই এই তাণ্ডব।

দৃষদ্বিচিত্রতল্পয়োর্ভুজঙ্গমৌক্তিকস্রজোর্ গরিষ্ঠরত্নলোষ্ঠয়োঃ সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষয়োঃ ।

তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ (তৃষ্ণারবিংদচক্ষুষোঃ) প্রজামহীমহেন্দ্রয়োঃ

সমং প্রবর্তয়ন্মনঃ কদা সদাশিবং ভজে ॥ ১২॥

(সমপ্রবৃত্তিকঃ কদা সদাশিবং ভজাম্যহম্॥)

দৃষদ্বিচিত্রতল্পয়োঃ (দৃষৎ + বিচিত্র + তল্পয়োঃ): শক্ত পাথর (দৃষৎ) এবং বিচিত্র বা বিলাসবহুল শয্যার (তল্প) মধ্যে। **ভুজঙ্গমৌক্তিকস্রজোর্ (ভুজঙ্গ + মৌক্তিক + স্রজোর্):** বিষধর সাপ (ভুজঙ্গ) এবং মুক্তার মালার (মৌক্তিক-স্রক্) মধ্যে। **গরিষ্ঠরত্নলোষ্ঠয়োঃ (গরিষ্ঠ-রত্ন + লোষ্ঠয়োঃ):** মহামূল্যবান রত্ন এবং মাটির ঢেলার (লোষ্ঠ) মধ্যে। **সুহৃদ্বিপক্ষপক্ষয়োঃ (সুহৃৎ + বিপক্ষ + পক্ষয়োঃ):** পরম বন্ধু (সুহৃৎ) এবং শত্রুপক্ষের (বিপক্ষ) মধ্যে। **তৃণারবিন্দচক্ষুষোঃ (তৃণ + অরবিন্দ + চক্ষুষোঃ):** সামান্য ঘাস বা তৃণখণ্ড এবং (সুন্দরীর) পদ্মপলাশ লোচন বা চোখের মধ্যে। **প্রজামহীমহেন্দ্রয়োঃ (প্রজা + মহী + মহেন্দ্রয়োঃ):** সাধারণ প্রজা এবং পৃথিবীর অধীশ্বর বা রাজচক্রবর্তী সম্রাটের মধ্যে। **সমপ্রবৃত্তিকঃ:** সমভাবাপন্ন বা তুল্যজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে (যিনি ভেদাভেদ ভুলে গেছেন)। **কদা:** কবে বা কখন। **সদাশিবং ভজাম্যহম্:** আমি সদাশিবের ভজনা বা আরাধনা করব।

১২.১ কবে আমি অনুভব করতে পারব – নরম ও আরামদায়ক বিচিত্র শয্যা, আর কঠিন ভূমির স্পর্শে একই সমতা? কবে আমি দেখতে পারব সমমূল্য –

১২.২ সাপের মুক্তা দিয়ে গাঁথা অত্যন্ত মূল্যবান অলংকারের মালা এবং এক মুঠো মাটির ঢেলার মধ্যে? কবে আমি বন্ধু ও শত্রুর সম্পর্কেও একই সমতা অনুভব করতে পারব?

১২.৩ কবে আমার দৃষ্টিতে সমান হয়ে যাবে **তুচ্ছ তৃণসম চোখ** আর পদ্মসম সুন্দর চোখ? কবে আমি এক সাধারণ প্রজার আত্মা ও সমগ্র বিশ্বের অধিপতি রাজার আত্মার মধ্যেও একই সত্তা উপলব্ধি করতে পারব?

১২.৪ কবে আমি সমদৃষ্টি ও সমাচরণের সঙ্গে সদাশিবের উপাসনা করতে সক্ষম হব?

(**দৃষদ্** – দেখা / উপলব্ধি করা **বিচিত্র** – বহুবর্ণ, বহুরূপ, রঙিন **তল্পয়োঃ** – শয্যারূপে)

কদা নিলিম্পনির্ঝরীনিকুঞ্জকোটরে বসন্
বিমুক্তদুর্মতিঃ সদা শিরঃ স্থমঞ্জলিং বহন্ ।
বিমুক্তলোললোচনো ললামভাললগ্নকঃ
শিবেতি মন্ত্রমুচ্চরন্ কদা সুখী ভবাম্যহম্ ॥ ১৩॥

কদা: কবে বা কখন। **নিলিম্পনির্ঝরী (নিলিম্প-নির্ঝরী)**: দেবতাদের নদী বা গঙ্গা। **নিকুঞ্জকোটরে**: লতাগুল্মময় বা কুঞ্জবনের কোটরে (গুহায়)। **বসন্**: বসবাস করে। **বিমুক্তদুর্মতিঃ (বিমুক্ত-দুর্মতিঃ)**: সমস্ত পাপবুদ্ধি বা কুচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে। **সদা**: সর্বদা। **শিরঃস্থমঞ্জলিং (শিরঃ-স্থম্-অঞ্জলিং)**: মস্তকে বা মাথার ওপর অঞ্জলি (**জোড়হস্ত**) স্থাপন করে। **বহন্**: বহন করে বা ধারণ করে। **বিমুক্তলোললোচনো (বিমুক্ত-লোল-লোচনো)**: চঞ্চল বা লোলুপ দৃষ্টি (নারীর প্রতি কামাসক্ত দৃষ্টি) থেকে মুক্ত হয়ে। **ললামভাললগ্নকঃ**: ললাটে বা কপালে পবিত্র তিলক বা ছাপ ধারণ করে। **শিবেতি (শিব-ইতি)**: 'শিব'–এই (শব্দ)। **মন্ত্রমুচ্চরন্**: মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে। **সুখী ভবাম্যহম্**: আমি সুখী হব।

১৩.১ কবে আমি দেবীনদী গঙ্গার তীরে, ঘন অরণ্যের মাঝে কোনো গুহায় বাস করব –

১৩.২ আর চিরদিনের জন্য পাপময় মানসিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে, ললাটে হস্ত স্থাপন করে ভগবান শিবের উপাসনা করব?

১৩.৩ কবে আমি চঞ্চল দৃষ্টির গতি থেকে মুক্ত হব (যা কামনাময় প্রবৃত্তির প্রতীক), আর ললাটে পবিত্র ভস্মতিলক ধারণ করে শিবের আরাধনা করব?

১৩.৪ কবে আমি শিবনামের মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতেই পরম আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করব?

ইদম্ হি নিত্যমেবমুক্তমুত্তমোত্তমং স্তবং
পঠন্স্মরন্ব্রুবন্নরো বিশুদ্ধিমেতিসন্ততম্ ।
হরে গুরৌ সুভক্তিমাশু যাতি নান্যথা গতিং
বিমোহনং হি দেহিনাং সুশঙ্করস্য চিন্তনম্ ॥ ১৬॥

ইদম্ (ইদম্) : এই। **হি**: নিশ্চয়ই। **নিত্যমেবমুক্তম্ (নিত্যম্-এবম্-উক্তম্):** যা নিত্য বা প্রতিদিন এইভাবে উক্ত (উচ্চারিত বা পঠিত) হয়। **উত্তমোত্তমং (Uttamottamam)** — সর্বশ্রেষ্ঠেরও শ্রেষ্ঠ **স্তবং** — স্তব / স্তোত্র

পঠন্স্মরন্ব্রুবন্নরো (পঠন্ + স্মরন্ + ব্রুবন্ + নরঃ): যে ব্যক্তি পাঠ করেন, স্মরণ করেন এবং আবৃত্তি করেন (বা অপরকে শোনান)। **বিশুদ্ধিমেতিসন্ততম্ (বিশুদ্ধিম্ + ইতি + সন্ততম্):** তিনি সর্বদা বা চিরকাল বিশুদ্ধি (পবিত্রতা) লাভ করেন।

হরে গুরৌ: জগদ্গুরু হরে (শিবে)। **সুভক্তিমাশু (সুভক্তিম্ + আশু):** শীঘ্রই সুদৃঢ় বা গভীর ভক্তি। (**সু-ভক্তিম্** - উৎকৃষ্ট ভক্তি **আশু** – দ্রুত) **যাতি:** লাভ করেন বা প্রাপ্ত হন। **নান্যথা গতিং (ন-অন্যথা গতিং):** (মুক্তির) অন্য কোনো পথ বা গতি নেই। **বিমোহনং:** বিশেষ মোহনাশক বা মুক্তিপ্রদ (যা মায়া দূর করে)। **দেহিনাং:** জীবগণের বা দেহধারীদের পক্ষে। **সুশঙ্করস্য চিন্তনম্:** ভগবান শঙ্করের (শিবের) চিন্তা বা ধ্যান।

১৪.১ এই মহত্তম স্তব (স্তোত্র) উচ্চারিত হয়েছে।
যাঁরা নিয়মিত–

১৪.২ পবিত্রচিত্তে, অবিচ্ছিন্ন মনোযোগে
এবং একাগ্রভাবে ভগবান শিবের ধ্যান ও স্মরণ করেন –

১৪.৩ এবং গুরুস্বরূপ হর (শিব)-এর প্রতি গভীর ভক্তিতে নিবেদিত থাকেন,
তাঁরা অতি দ্রুত তাঁর সান্নিধ্যের পথে অগ্রসর হন;
এর বাইরে আর কোনো পথ বা আশ্রয় নেই।

১৪.৪ শঙ্করের উপর গভীর ধ্যানের মাধ্যমে
সেই সাধকের সমস্ত মোহ ও বিভ্রম বিনষ্ট হয়ে যায়।

॥ ইতি শ্রীরাবণবিরচিতং শিবতাণ্ডবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

নমামি পার্বতীপতিং নমামি জাহ্নবীপতিং
নমামি ভক্তবৎসলং নমামি ভাললোচনম্ ।
নমামি চন্দ্রশেখরং নমামি দুঃখমোচনং
তদীয়পাদপঙ্কজং স্মরাম্যহং নটেশ্বরম্ ॥ ১৬॥

জাহ্নবীপতিং: জাহ্নবী বা গঙ্গার পতি (বা ধারক) শিবকে। **ভাললোচনম্**: যাঁর ললাটে বা কপালে লোচন (তৃতীয় নেত্র) রয়েছে। **তদীয়পাদপঙ্কজং (তদীয়-পাদ-পঙ্কজং)**: তাঁর সেই চরণকমল বা পাদপদ্মকে। **স্মরাম্যহং (স্মরামি + অহং)**: আমি স্মরণ করি বা ধ্যান করি।

রাবণেন কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেচ্ছিবসন্নিধৌ ।
পুত্রপৌত্রাদিকং সৌখ্যং লভতে মোক্ষমেব চ ॥ ১৯॥

ইতি দশকন্ধরবিরচিতং শিবতাণ্ডবস্তোত্রং সমাপ্তম্ ।